ইবি ছাত্রী উর্মি হত্যার ভিসেরা রিপোর্ট নিয়ে ধুম্রজাল

মৃত্যুর ৭২ ঘন্টার মধ্যে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ভিসেরা রিপোর্ট প্রেরণের কথা থাকলেও ২২ দিনেও নমুনা সেটি পাঠাননি মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ফলে ইবি ছাত্রী নিশাত তাসনিম উর্মির ময়নাতদন্ত রিপোর্ট নিয়ে নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে ধ্রুমজাল।

উর্মি হত্যাকান্ডের ভিসেরা রিপোর্ট নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য মামলার বাদীর মধ্যে তৈরী হয়েছে আশংকা। ভিসেরা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে না পাঠিয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ফেলে রাখায় ময়না তদন্ত রিপোর্ট নয় ছয় হতে পারে বলেও আংশকা করছেন নিহতের পরিবার ও স্বজনরা।

৮ সেপ্টেম্বর রাতে উর্মির মরদেহ উদ্ধার হলেও ৩০ সেপ্টেম্বর উর্মির ভিসেরা কৌটাবদ্ধ অবস্থায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালেই পড়ে ছিল।

পরে সাংবাদিকদের চাপাচাপিতে তড়িঘড়ি করে গত ১ অক্টোবর প্রাথমিক ময়নাতদন্ত রিপোর্ট ও পুলিশের কাছে চিঠি ইস্যু করা হয়। পরে সেই চিঠির নির্দেশনা পেয়ে উর্মির মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহীন মিয়া নমুনা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

অথচ, মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মোখলেছুর রহমান বলেন ভিসেরা রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে পেলেই পুর্নাঙ্গ ময়নাতদন্ত রিপোর্ট দেওয়া হবে।

উর্মির মরদেহের প্রাথমিক ময়নাতদন্ত করেছেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তিনচিকিৎসক।

এরা হলেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আরএমও ডা: মোখলেছুর রহমান, মেডিকেল অফিসার ডাঃ বেলাল হোসেন সুমন ও ডাঃ তারেক আহমেদ। ময়নাতদন্তের নির্দিষ্ট ফরমের মেডিকেল অফিসারের মতামতের ঘরে ডাঃ

বেলাল হোসেন সুমনের ইংরেজীতে লেখা মতামতের অর্থ হচ্ছে-ভিসেরা রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

আরএমও ডাঃ মকলেছুর রহমান বলেন, মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা যখন ভিসেরা নিতে আসেন তখন চিঠি করে দেওয়া হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে না চাওয়া পর্যন্ত চিঠি করা হয় না।

পুলিশের পক্ষ থেকে নমুনা নেওয়া হয়নি এমন অভিযোগ মিথ্যা দাবী করে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, নিয়ম অনুযায়ী হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক ময়নাতদন্ত রিপোর্টের সাথে ভিসেরা নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠাতে একটি চিঠি ইস্যু করার কথা হাসপাতাল কতৃর্পক্ষ। সেই চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত পুলিশের কিছু করার নেই। এখন পর্যন্ত কোন চিঠিপত্র হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দেয়নি বলে নিশ্চিত করেন গাংনী থানার ওসি।

এই মামলার প্রাথমিক ময়ানাতদন্ত রিপোর্ট নিয়েও আরেক সংশয় সৃষ্টি হয়েছে বাদি পক্ষে। ভিসেরা পাঠাতে সময়ক্ষেপণ, রিপোর্ট পাঠানো নিয়ে পুলিশের উপর দায় চাপানো, ময়নাতদন্তকারী ডাক্তারের অসম্পূর্ণ মতামত প্রদান এবং ভিসেরা হাসপাতালে ফেলে রাখার বিষয়টি ধুম্রজালের সৃষ্টি করেছে।

তবে, ডাঃ মোখলেছুর রহমান জানান, ভেবেছিলাম ভিসেরা চলে গেছে। কিন্তু অফিস থেকে যে পাঠানো হয়নি তা আমার জানা ছিল না। কারণ এতোদিন পড়ে থাকার কথা নয়।

পুলিশের দায়িত্বের বিষয়ে তিনি বলেন, এখানে যতগুলো ভিসেরা পাঠানো হয়েছে তার প্রত্যেকটি পুলিশের পক্ষ থেকে চাওয়ার পরই দেওয়া হয়েছে। আগে থেকে চিঠি করলে সেই চিঠি পড়ে থাকে। তাই পুলিশের পক্ষ থেকে যখন নমুনা নিতে আসা হয় তখন চিঠি করে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ইবি ছাত্রী উর্মিকে ৮ সেপ্টেম্বর রাতে উর্মিকে পিটিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তার পরিবার। এমন অভিযোগে তাদের নামে মামলা দায়ের করে নিহতের পরিবার। ওই মামলায় উর্মির স্বামী ও প্রিন্সকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে গাংনী থানা পুলিশ। বর্তমানে তারা মেহেরপুর জেলা কারাগারে হাজতবাসে রয়েছেন। মামলার অপর আসামি প্রিন্সের মা পলাতক রয়েছেন।

গাংনীতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারি সামরিক কল্যাণ কমিটির মহা সমাবেশ

১৯৭১ সালে পাকিস্তান কারাগারে বন্দী সকল অবসরপ্রাপ্ত সামরিক সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্তি করনের দাবীতে মহা সমাবেশ করেছে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারি অবসর প্রাপ্ত সামরিক কল্যাণ কমিটি।

আজ শনিবার বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামে এ মহা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট রফিজ উদ্দীন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ওহিদুজ্জামান শাফিউল।

জাহিদ হুসাইনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অবসর প্রাপ্ত অনারারি ক্যাপ্টেন ফজলুল হক, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অফিসার আব্দুস সামাদ,অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট মিজানুর রহমান,অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট সাজাহান আলী,ওয়ারেন্ট অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন। এসময় সামরিক সদস্যদের পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বক্তারা বলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্তি করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হবে। ১৯৭১ সালে জাতির জনক আমাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকায় আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

মসজিদে কাতার সোজা করাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ দুজন জখম

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামে আহলে হাদিস জামে মসজিদে সামনের কাতার ফাঁকা রেখে নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে বাক বিতন্ডার জেরে দুজনকে কুপিয়ে জখম করেছে কয়েকজন মুসুল্লী। আহতদেরকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৮ আক্টোবর) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর সদরের কালিগাংনী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হচ্ছেন- কালিগাংনী গ্রামের মৃত সদর আলীর ছেলে শফিকুল ইসলাম (৩০) ও তার ভাই রফিকুল ইসলাম(২৮)।

আহত সুত্রে জানা গেছে, কালীগাংনী আহলে হাদিস জামে মসজিদে শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় সামনের কাতার ফাকা রেখে রফিকুলসহ কয়েকজন পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে । নামাজ শেষে মসজিদের মুসুল্লিদের সাথে তাদের কথা কাটাকাটি হয় ।

আজ শনিবার সকালে রফিকুল বাড়ি থেকে বের হলে গ্রামের রাশেদ, মান্নান, হামিদুল শহিদুল ও মহিবুল দেশীয় অস্ত্র দা কুড়াল, রামদা নিয়ে আক্রমন করে। এসময় শফিকুল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার ভাই রফিকুল ইসলাম তাকে উদ্ধার করতে আসলে তাকেও জখম করে। পরে এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান আহত দুজনের আবস্থা আশংকা মুক্ত নয়। দুজনেরই মাথাই গভীর ক্ষত রয়েছে। আহত শফিকুল ইসলামের শরিলে ১৩ টা ও রফিকুল ইসলামের শরিলে ১৪ টা সেলাই হয়েছে।

গাংনীতে কোমলপানীয় ভেবে

কিশোরের বিষপান

এনার্জি ড্রিংকসের বোতলে রাখা বিষ কোমলপানীয় ভেবে পান করে আব্দুল্লাহ (১৫) নামে এক কিশোর এখন মৃত্যুশয্যায়। কিশোর আব্দুল্লাহ গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের সিরাজ আলী পোদ্দারের ছেলে।

আজ শনিবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে নিজ বাড়িতে এই বিষপানের ঘটনা ঘটে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তাকে নিবীড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিৎ কুমার নন্দী বলেন, কিশোর আব্দুল্লার বাবা মাঠের জমিতে আগাছা নাশক বিষ দিয়ে কিছু অংশ এনার্জি ড্রিংক এর বোতলে রেখেছিল।

আব্দুল্লাহ বোতলে রাখা ওই বিষকে কোমল পানীয় ভেবে পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। আব্দুল্লাহর বিষ শরীর থেকে তোলা হয়েছে। বর্তমানে তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

দামুড়হুদার পুরাতন বাস্তপুর গ্রামে জলাবদ্ধতা নিরসনে উপজেলা চেয়ারম্যান

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের পলাশ পাড়ার বাসিন্দাদের জলাবদ্ধতায় আটকে থাকা পানি নিষ্কাশনের সমাধান ও দ্রুত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

গতকাল শুক্রবার বেলা ৫টার দিকে তিনি পানি আটকে থাকার স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাৎক্ষণিক ভাবে তিনি পানি নিষ্কাশন এর জন্য শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি সেকে বাইরে বের করে

দিয়ে এর সমাধান করে দেন। সেই সাথে গ্রামবাসীর যেন চলাফেরা বা কাজকর্মে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয় তার জন্য স্থায়ীভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য দ্রুত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেন।

হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সিরাজ বলেন, এখানে প্রায় দুই মাস পানি আটকে আছে। খবর পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু ঘটনাস্থলে এসে শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি থেকে বাইরে ফেলে দেন এবং আগামী এক মাসের মধ্যে স্থায়ীভাবে ড্রেনেজ ব্যবস্থা করে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা অপু সরকার, সবুজ। স্থানীয় বাসিন্দা আবু তালেব, শহিদুল ইসলাম, মিজানুর রহমান সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

গাংনীর দু’গ্রামে একই নামে দুই বিদ্যালয়

মেহেরপুরের গাংনীর মোমিনপুরে স্থাপিত এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে স্থানীয় দুই গ্রামের লোকজনের মধ্যে চলছে রশি টানাটানি।

মোমিনপুর ও গোয়ালগ্রামে একই নামে রয়েছে দুটি বিদ্যালয়। গোয়ালগ্রামের লোকজন বিদ্যালয়টি স্থানান্তর করা হয়েছে মর্মে দাবী করলেও সেটি মানতে নারাজ মোমিনপুর গ্রামবাসি। এতে মোমিনপুরের লোকজন উচ্চ আদালতে রিট করায় আটকে গেছে বিদ্যালয় দুুটির এমপিওভুক্তিসহ উন্নয়ন কার্যক্রম। দুই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাথে কোন বেতন ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন প্রতিষ্ঠানে কর্মরতরা। মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করে বিদ্যালয়ে সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী স্থানীয়দের।

জানা গেছে, ১৯৯৯ সালে মেহেরপুরের গাংনীর মোমিনপুরে স্থাপিত হয় ‘এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়’ চার গ্রামের নামের প্রথম অক্ষর (

মোমিনপুর, গোয়ালগ্রাম, চরগোয়ালগ্রাম, মোহাম্মদপুর) দিয়ে শুরু হওয়া এ বিদ্যালয়টি বেশ সুনামের সাথে শিক্ষা কার্যক্রম চলছিল। বিদ্যালয়টিতে গোয়ালগ্রামের শিক্ষার্থী সংখ্যা আনুপাতিক হারে একটু বেশি। তাই গোয়ালগ্রামের লোকজন গ্রামেই এমজিজিএম নামের বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। মোমিনপুর গ্রামের লোকজন ও বিদ্যালয়ের কমিটির মতামত ছাড়াই ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করেন তারা। মোমিনপুরে স্থাপিত বিদ্যালয়ের আইডি ব্যবহার করেই শুরু করে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম।

গোয়ালগ্রামে স্থাপিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলায় ওই গ্রামের শিক্ষার্থীরা মোমিনপুরে আসতে অনিচ্ছুক। এদিকে পারগোয়ালগ্রাম, মোমিনপুর ও মহাম্মদপুর গ্রামের শিক্ষার্থীরা যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় তারা মোমিনপুরে পড়াশোনা করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। বর্তমানে মোমিনপুর বিদ্যালয়টিতে রয়েছে ১৩৯জন শিক্ষার্থী। একই নামে দুটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় দুটি গ্রামের লোকজনের মধ্যেও সৃষ্টি হয় মনস্তাত্বিক লড়াই। গোয়ালগ্রামে স্থাপিত বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে একটি মামলা করেন মোমিনপুর গ্রামের এনামুল হক। একই বছরে ওই মামলাটি মোমিনপুরের পক্ষে রায় হয়।

মামলায় রায় গোয়ালগ্রামে স্থাপিত বিদ্যালয়ের বিপক্ষে যাওয়ায় ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা উচ্চ আদালতে রায়ের বিরুদ্ধে একটি আপিল করেন ২০২১ সালে। সেই সাথে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসের দ্বারস্থ হন তিনি। মোমিনপুর গ্রামের আশে পাশে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই এবং আশে পাশের গ্রামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত নয় এমন তথ্য প্রদান করে শিক্ষা অফিস থেকে একটি সনদ নেন।

পরে ওই লিখিত সনদ উচ্চ আদালতে পেশ করলে গোয়ালগ্রামের এমজিজিএম উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষে রায় হয় ২০২১ সালে । একই সময়ে শিক্ষা অফিসের দেয়া সনদটি সঠিক নয় মর্মে বেশ কয়েকটি প্রমান পত্র যোগাড় করেন মামলার বাদী এনামুল হক। তিনি ওই সনদপত্র আদালতে পেশ করে রীট করলে গোয়াল গ্রামের বিদ্যালয়ের পক্ষে দেয়া রায় স্থগিত হয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, মোমিনপুরে স্থাপিত বিদ্যালয়টিতে সব ধরণের সুবিধা রয়েছে। যাতায়াত ও শিক্ষা ব্যবস্থাটি সুন্দর। পক্ষান্তরে গোয়াল গ্রামের বিদ্যালয়টিতে রয়েছে নানা সমস্যা। বিশেষ করে

বিদ্যালয়ে যাবার কোন পথ নেই। অন্যের জমির উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করায় ওই জমির মালিক স্কেভেটর দিয়ে খুড়ে রাস্তা বন্ধ করে দেন। তাছাড়া সরকারী রাস্তাটি নদী ভাঙ্গনের কারণে বিলীন হয়েছে বছর দশেক আগে। শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সমস্যা প্রকট। এ ছাড়াও এক কিলোমিটার দুরে রামনগর বিদ্যালয়। ফলে শিক্ষার্থী সংকট হতে পারে এমন আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

মোমিনপুর এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন জানান, মোমিনপুর বিদ্যালয়ের আইডি ব্যবহার করে অতিগোপনে গোয়ালগ্রামের লোকজন প্রধান শিক্ষকসহ বেশ কয়েকজনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। বিদ্যালয় সম্পর্কে ভূয়া তথ্য প্রদান করে মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টির কার্যক্রমে বাঁধা সৃষ্টি করছে। একের পর এক মামলার কারণে বিদ্যালয়টির এমপিও ভুক্তিসহ সব কার্যক্রম স্থগিত। ফলে শিক্ষকরা মানবেতর জিবন যাপন করছে।

গোয়ালগ্রাম এমজিজিএম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা জানান, তিনি এলাকাবাসীর সার্থের কথা মাথায় রেখে ও শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অনুমোদন ক্রমে বিদ্যালয় স্থানান্তর করেছেন। সকল নিয়ম মেনে বিদ্যালয়টি পরিচালিত হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার জানান, ইচ্ছা করলেই কেউ প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর করতে পারেন না। তাছাড়া হস্তান্তর সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে নেই। কীভাবে শিক্ষা মন্ত্রনালয় থেকে স্থানান্তরের অনুমতি নেয়া হলো বা দেয়া হলো সেটা তিনিও বুঝতে পারেন না বলেও জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা। তিনি আরো জানান, মামলা থাকার কারণে নতুন পুরাতন কোনো স্কুলেই কমিটি নেই। আর কমিটি না থাকার কারণে অনেক কার্যক্রমই করা সম্ভব হচ্ছে না।

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজের

ভিপিসহ তিন ছাত্রলীগ নেতা নিহত

কলেজের অভ্যান্তরিন কোন্দলে প্রতিপক্ষ গ্রুপের ধাওয়া খেয়ে পালাতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘনায় কলেজের ভিপিসহ তিন ছাত্রলীগ নেতা নিহত হয়েছে।

শুক্রবার রাত ১১টার দিকে ঝিনাইদহ চুয়াডাঙ্গা সড়কের আঠারো মাইল নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের ভিপি মুরাদ বিশ্বাস, ছাত্রলীগ কর্মী ও ভেটেরিনারি কলেজের শিক্ষার্থী তৌহিদ ও সমরেশ হোসেন ছমির। পুলিশ ও দমকাল বাহিনীর সদস্যরা লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় ভেটেরিনারি কলেজের জিএস সজিবকে ছাত্রলীগের প্রতিদ্বন্দি গ্রুপ কুপিয়ে জখম করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় বিভিন্ন সুত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের ঘোষপাড়ায় অবস্থিত জোহান ড্রিম ভ্যালি পার্কে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সমঝোতা বৈঠক চলছিল। বৈঠক শেষে ভেটেরিনারি কলেজের জিএস সজিব মটরসাইকেল নিয়ে বের হলে ওৎ পেতে থাকা ছাত্রলীগের আরেকটি গ্রুপ সজিবকে কুপিয়ে জখম করে। সজিব মটরসাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং পুলিশের সহায়তা চাইলে ঝিনাইদহ সদর থানার পুলিশ তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌছে দেয়। এরপর ভেটেরিনারি কলেজের ভিপি মুরাদ বিশ্বাসসহ ছাত্রলীগের তিন কর্মী একই মটরসাইকেলে বের হলে চলন্ত অবস্থায় তাদেরও আক্রমন করা হয়। তারা দ্রুত মটরসাইকেল চালিয়ে ১৮ মাইল নামক স্থালে পল্লী বিদ্যুতের ডিপোর সামনে পৌছালে অন্ধকারে দাড়িয়ে থাকা খুটি বোঝায় ট্রাকের (চট্রমেট্রো- চ-৮১৩৪৫৪) সাথে ধাক্কা খায়।

ঘটনাস্থলেই নিহত হন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুশাবাড়িয়া গ্রামের বাদশা মিয়ার ছেলে ও কলেজের ভিপি মুরাদ বিশ্বাস, তৌহিদুল ইসলাম ও সমরেশ হোসেন ছমির।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনের উপ পরিচালক মোঃ শামীমুল ইসলাম জানান, নিহতদের মাথায় আঘাত লেগেছে। মটরসাইকেল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। মুলত হামলাকারী ও হতাহত সবাই জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের গ্রুপের সদস্য বলে অভিযোগ উঠেছে।

তবে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আল-ইমরান জানিয়েছেন, যে গ্রুপই হামলা করুক এটা অন্যায় ও অমানবিক হয়েছে। তিনি এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের ভিপি ও জিএস তার সঙ্গেই রাজনীতি করেন, তারা অন্য গ্রুপ করেন না। তিনি বলেন কারা হামলা চালিয়েছে তা নিশ্চত করে বলা যাচ্ছে না।

ঝিনাইদহ সদর থানর ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, ছাত্রলীগের এক গ্রুপের ধাওয়া ও হামলায় প্রথমে সজিব আহত হন। তার হাতে কোপের দাগ আছে। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। এরপর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত তিনজনকেও একই ভাবে ধাওয়া করে। হামলা থেকে বাঁচতে গিয়ে তারা সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ তৌফিক হাসান জানান, নিহত তিনজনের মাথায় গুরুতর জখম রয়েছে। এছাড়া হামলায় আহত সজিবের অবস্থা ভালো আছে। তার বাম হাতে ধারালো অস্ত্রের কোপ রয়েছে।

ফেসবুক ভিত্তিক সংগঠন ‘বাড়ি মেহেরপুর’ এর পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

ফেসবুক ভিত্তিক সংগঠন ‘বাড়ি মেহেরপুর’ গ্রুপের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কেটে মিষ্টিমুখ করে এই দিনটি উদযাপন করা হয়।

গতকাল শুক্রবার রাতে মেহেরপুর জেনারেল হসপিটাল গেটের সামনে রুশি ফার্মেসিতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ সময় বাড়ি মেহেরপুর গ্রুপের এডমিন সামস ই আলম বলেন, মেহেরপুর ও মেহেরপুরের বাইরে এবং দেশের বাইরে যারা আছে সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে আনার জন্য আমাদের এই গ্রুপ। এটি একটি সুন্দর অরাজনৈতিক একটি গ্রুপ। তিনি বলেন, সামাজিক কার্যক্রমের ভিতরে

করোনাকালীন সময়ে আমরা বিভিন্ন অসহায় দুস্থ মানুষকে সাহায্য করেছি।

তাছাড়াও প্রতি ঈদে আমরা গরীব দুঃখী মানুষকে ঈদ উপহার দিয়েছি। বিভিন্ন সময়ে আমরা বিভিন্ন ভাবে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করে থাকি এছাড়াও বাড়ি মেহেরপুরের পক্ষ থেকে ‘মানবতার দেয়াল’ নামক কর্মসূচী সর্বপ্রথম মেহেরপুরে আমরাই শুরু করি।

অনুষ্ঠানে বাড়ি মেহেরপুর সামাজিক গ্রুপের বিভিন্ন সদস্যরা অংশগ্রহণ করে।

বাড়ি মেহেরপুর এর প্রতিষ্ঠা করেন এম এম নুরুজ্জামান বাবু, এম এম কামরুজ্জামান সোহেল, ও প্রয়াত ওয়াসিম শাহরিয়ার পল্লব । এম এম নুরুজ্জামান বাবু প্রধান এডমিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।এছাড়াও সহযোগী এডমিন হিসেবে সোহেল রানা, জুলি হাসান, মোঃ শামস ই আলম নিযুক্ত আছেন৷ সহযোগী মডারেটর হিসাবে মেহেদী হাসান খাঁন (মুন্না), মোঃরিনু, সালাউদ্দিন ইউসুফ, ইসমত ফারিয়া তিশা এবং নাসরিন আখতার দায়িত্ব পালন করছেন।

কুমারখালীতে ডিভাইডারের সঙ্গে মাইক্রোবাসের ধাক্কা, আহত ৬

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ডিভাইডারের সঙ্গে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় চালকসহ ছয় জন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (৭ অক্টোবর) বেলা ২টার দিকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী মহাসড়কের কুমারখালীর চড়াইকোল রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, একটি মাইক্রোবাসে চালকসহ সাতজন কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মাইক্রোবাসটি ব্রেক ফেল করে নিয়ন্ত্রণ হারালে চড়াইকোল এলাকার ডিভাইডরের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে মাইক্রোবাসের চালকসহ ছয়জন আহত হন। খবর পেয়ে কুমারখালী ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে আসেন।

আহতদের উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্সে করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে পাঠান।আহতরা হলেন- আইনাল (৩৪), মাসুম (২৬), আকরাম (২৭), আব্দুল কালাম (৬৮), রহুল আমিন (৩০) ও সিদ্দিক (৬৫)।

এ বিষয়ে কুমারখালী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের পরিদর্শক মো. বখতিয়ার উদ্দিন বলেন, ডিভাইডারের সঙ্গে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় ছয় জন আহত হয়েছেন। আহতরা এখন কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মহসিন হোসাইন বলেন, মাইক্রোবাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুজন গুরুতরসহ মোট ছয়জন আহত হয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় র্যাবের অভিযানে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামী গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অস্ত্র মামলার কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সাইফুল ইসলাম ছবিকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের অভিযানিক দল।

শুক্রবার (৭ অক্টোবর) ভোরে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ডাংমড়কা বাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান।

গ্রেফতার সাইফুল ইসলাম ছবি (৩৭) কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ডাংমড়কা গ্রামের নবীর উদ্দিনের ছেলে।

কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান জানান, ২০১৭ সালের ২৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ডাংমড়কা বাজারে সাইফুল ইসলাম ছবি নিকট হতে এক রাউন্ড ৯ মি.মি. পিস্তলের গুলি উদ্ধার করে দৌলতপুর থানা পুলিশ। এঘটনায় ওইদিন রাতে ছবির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ।

মামলার বিচারিক কার্যক্রম শেষে ২০২২ সালের ২৭ জানুয়ারি কুষ্টিয়ার বিশেষ ট্রাইবুনালের বিচারক আসামি সাইফুল ইসলামকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। পলাতক সাজাপ্রাপ্ত আসামি সাইফুল ইসলামকে গ্রেফতারের ব্যাপারে র্যাব উদ্যোগী হয়ে গোয়েন্দা নজরদারী অব্যাহত রাখে এবং গ্রেফতার করে।

সাইফুল ইসলাম অস্ত্র মামলায় আটকের পর প্রায় দুই মাস জেল খাটে। জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে সে ঢাকা পালিয়ে যায়। সেখানে সে একটি চায়না প্রকল্পে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতো। প্রায় এক মাস পূর্বে সে ঢাকা থেকে তার গ্রামের বাড়িতে আসে। কিন্তু গ্রেফতার এড়াতে বেশিরভাগ সময় সে বাড়ির বাইরে অবস্থান করতো।

গ্রেফতার সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় একটি ডাকাতির প্রস্তুতি মামলা রয়েছে। যা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন।